আজকের কাগজ

তারিখ 19 DEC 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন ২২ ডিসেম্বর

শাহ নিসতার জাহান ঃ আগামী ২২ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই প্রথমবারের মতো শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে জামাতপন্থী একটি দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। জামাতপন্থী এই দল পূর্বেকার 'সাদা' প্যানেলেরই একটি অংশ এবং 'সাদা মূল দল' হিসেবে নিজেদের দাবি করে নির্বাচন করছে। সাদার অন্য একটি অংশ 'সম্মিলিত সাদা দল' হিসেবে নির্বাচনে নেমেছে। জামাতী সাদা মূল দলে রয়েছে পূর্বকার সাদা দল থেকে বহিষ্কৃত ৬ জন শিক্ষক। এবার শিক্ষক সমিতির নির্বাচন হচ্ছে চারটি প্যানেলে।

গত জুলাই মাসে ডীন ও সিনেট নির্বাচন থেকেই সাদা দলের অন্তর্কোন্দল চরমে পৌছে। তখন তারা ২টি প্যানেলে নির্বাচন করে প্রফেসর ইয়াজউদ্দীন ও প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর অধীন। এতে ডীন নির্বাচনে সাদার আনোয়ার উল্লাহ গ্রুপের ভরাডুবি হয়। এরপর থেকেই উভয় সাদা দলের নেতারা নিজেদের মধ্যে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করে। কিন্তু আনোয়ার উল্লাহ গ্রুপ ইয়াজউদ্দীন গ্রুপকে শর্ত দেয়, তাদের মধ্য থেকে জামাতপন্থীদের তাড়ালেই কেবল সমঝোতা আসতে পারে। ইয়াজউদ্দীন গ্রুপ বেশ কয়েকটি বৈঠকের পর এ শর্ত মেনে নিয়ে তার দল থেকে ৬ জনকে বহিষ্কার করে। বহিষ্কৃতরা হলেন-অধ্যাপক আতাউর রহমান (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), অধ্যাপক ফজলুল হক (ভূ-তত্ত্ব), অধ্যাপক আমিনুর রহমান মজুমদার (মৃত্তিকা), অধ্যাপক আব্দুর রব (ভূগোল), অধ্যাপক কামরুল আহসান (সমাজ বিজ্ঞান), অধ্যাপক আতাউর রহমান (ব্যবস্থাপনা)। এদের মধ্যে অধ্যাপক আব্দুর রব এবং অধ্যাপক ফজলুল হক জামাতের 'রোকন' বলে জানা গেছে। বহিষ্কৃত হয়েই এরা 'সাদা মূল দল' গঠনের ব্যাপারে তৎপরতা চালায়। অন্যদিকে অধ্যাপক ইয়াজউদ্দীন আহমদ এবং অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী মিলে 'সম্মিলিত সাদা' প্যানেলে নির্বাচন করছে।

নীল প্যানেলের সভাপতি পদে ডঃ শাহাদাত আলী (প্রাণিবিদ্যা) ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক (চেয়ারম্যান গণ যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ), গোলাপী প্যানেলে সভাপতি পদে ডঃ সৈয়দ হাদিউজ্জামান (উদ্ভিদ বিদ্যা) ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ এ এইচ এম আমিনুর রহমান, সম্মিলিত সাদা দলে সভাপতি পদে মনিরুল হক ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল আমিন বেপারী এবং সাদা মূল দলে সভাপতি পদে ডঃ জিয়াউস সামস এম এম হক ও সাধারণ সম্পাদক পদে আমিনুর রহমান মজুমদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নীল প্যানেলের একজন উর্ধ্বতন নেতা জানান, সাদা দল দু'টি প্যানেল দিয়ে আসলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। যে অংশ জামাত বহিষ্কৃত করেছে বলে দাবি করেছে তারাও মূলত জামাতি। পার্থক্য আসলে স্বার্থে। উপাচার্যের প্রত্যক্ষ সমর্থন পাচ্ছে একটি অংশ। যা খুবই অনৈতিক। একটি অংশ গত জুলাইয়ের নির্বাচনে ইয়াজউদ্দীনকে জামাতী আখ্যায়িত করেছিলো। তারাই আবার একত্রিত আজ। আসলে এরা সবাই রাজাকার।

গোলাপী প্যানেলের একজন নেতা জানান, সাদাদের শুরুটাই হয়েছে নীতিহীনভাবে। স্বার্থ ওদের ভাগ করে, মিলিতও করে। এদের কোনো চরিত্র নেই। কে ক্ষমতায় যাবে এই নিয়ে ওদের প্রতিযোগিতা। জিয়া পরিষদের সদস্য কে আগে হতে পারে তা নিয়েও প্রতিযোগিতা। ওরা জানে সরকারের তোষামোদী না হলে ক্ষমতা নাও আসতে পারে। আজ যে 'সম্মিলিত সাদা প্যানেল' ওখানে সম্মেলন ঘটেছে নেতাদের এবং স্বার্থবাদীদের। কর্মিরা ওদের সঙ্গে নেই।